মহান মে দিবস ১লা মে ১৯৯৩

শ্রম পরিদপ্তর — শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

The Daily Star — Special Supplement — May 1, 1993

বাণী

বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার স্মৃতিবাহী দিন ঐতিহাসিক মে দিবস। এই দিনে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের সকল মেহনতী মানুষের সাথে আমি একাত্মতা ঘোষণা করছি এবং তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

দীর্ঘ দিন স্বৈরশাসনের পর দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যেসব শ্রমজীবী মানুষ শহীদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধা। মহান মে দিবসে ধৈর্য্য, পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধসহকারে এই নব প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রকে স্থায়ী রূপ দেবার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।

শ্রমিক সমাজের সার্বিক কল্যাণ বিধান করা বর্তমান সরকারের শ্রম নীতির মূল লক্ষ্য। শিল্প সম্পর্কের উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নিষ্ঠাসহকারে কাজ করাই হোক এবারের মে দিবসের অঙ্গীকার। মেহনতি মানুষ তথা সমাজের সকল শ্রেণীর জনগণের অবস্থার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি বিধানে এর বিকল্পনেই। তাই শ্রমজীবী মানুষকে আজ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অধিক সচেতন হতে হবে।

মে দিবস ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার মন-মানসিকতা এবং কলে-কারখানায় ও ক্ষেতে-খামারে উৎপাদন বৃদ্ধি করে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমিক সমাজের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে প্রেরণা যোগাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মহান মে দিবস উদ্‌যাপন সফল ও অর্থবহ হোক—এই আমার কামনা।

খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মে দিবস ও শ্রমিকদের অধিকার

এম, হাবিব উল্লাহ
শ্রম পরিচালক

শতবর্ষ ধরে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও সংগ্রামের প্রতীক আর প্রেরণা হিসাবে বিশ্বের সর্বত্র মহান মে দিবস পালিত হয়ে আসছে। মেহনতি মানুষের ন্যায় সংগত দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে এ দিনটির তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

১৮৮৬ সালের ১লা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের 'হে মার্কেটে' মেহনতি মানুষের উপর বর্বোরচিত হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে "মে দিবস" পালনের সূচনা হলেও বর্তমানে দিনটি শ্রমজীবী মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক হিসাবে পরিণত হয়েছে।

প্রতিবছর একবার অন্ততঃ স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সত্য আর কল্যাণের জন্য যারা আত্মোৎসর্গ করেন তাদের ক্ষয় নেই-বিনাশ নেই। তারা চরম ত্যাগে ভাস্বর ও চিরজীবী। তারা অমর। ১০৭ বছর আগে আত্মত্যাগের যে আদর্শ তারা দেখিয়েছেন তা এখন বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষকে ন্যায়সংগত দাবী আদায়ের লড়াই-এ অনুপ্রাণিত করছে। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও এ দিনটি পূর্ণ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

বিশ্বের সমগ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে শ্রমিক সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। তাই আজকের দুনিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি শ্রমজীবী মানুষের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এই শ্রমজীবী মানুষ সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের অংশ হওয়া সত্ত্বেও তারা দূর অতীত থেকে নানাভাবে নির্যাতিত, বঞ্চিত ও শোষিত। মহান মে দিবস তাই স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের কথা।

মহান মে দিবসের পেছনে আছে দীর্ঘ এক ইতিহাস। তখনকার দিনে একটা অলিখিত নিয়ম চলে আসছিল শ্রমিকের কার্যকাল হবে সূর্যোদয়ে থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। হাড়ভাংগা পরিশ্রমের জন্য শ্রমিকের মজুরী ছিল নগণ্য। মালিক শ্রেণী দিনে ১৮ থেকে কুড়ি ঘন্টা শ্রমশোষণ করত। তাই উনিশ শতকের শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কাজের সময় নির্ধারণের দাবী। শতকের শেষভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার শ্রমিকদের কাজের সময় দশঘন্টা বেধে দিলেও মালিকেরা তা মেনে নেননি, ফলে শ্রমিক শ্রেণী জোর দাবী তোলেন যে কাজের সময় আট ঘন্টা বেঁধে দিতে হবে। ১৮৮৬ সালের মে মাস আন্দোলনের জন্য নির্ধারিত হয়। পয়লা মে থেকে শুরু হয় ধর্মঘট, মিছিল আর সভা সমাবেশ। মালিকেরা পুলিশ আর তাড়াটিয়া বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে আন্দোলন থামিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। ৩রা মে এক সমাবেশে হামলা চালিয়ে তারা হত্যা করে দু'জন শ্রমিক। ৪ঠা মে "হে মার্কেটের" সমাবেশে আত্মাহুতি দেন বিপুল সংখ্যক শ্রমিক। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিচারের নামে ফাঁসি দেয়া হয় আরও চারজন শ্রমিককে। কয়েকজনকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কয়েকজন বিচার চলাকালে বন্দী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন।

তাই বলে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন থেমে থাকেনি। শ্রমিকের ন্যায়সংগত দাবীর মুখে অবশেষে পুঁজিপতিগণ নতি স্বীকার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লব শুরু হবার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক শ্রমমান উন্নয়ন ও নির্ধারণের জন্য পর্যায় ক্রমে বিভিন্ন আন্দোলন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৮৮০ সালে বার্লিন সম্মেলনের পর শ্রমমান নির্ধারণের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ শহরে অনুষ্ঠিত হয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবে শ্রম আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতিপয় সুপারিশ গৃহীত হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯০০ সালে প্যারিস নগরীতে আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে শ্রম আইন প্রণয়নের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। যা পরবর্তীকালে 'অর্থাৎ ১৯১৯ সালে ফিলাডেলফিয়া সনদে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার রূপ নেয়। ফিলাডেলফিয়া সনদে মৌলিক শ্রমিক অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ-

১। শ্রমিক পণ্য নহে।
২। জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সংঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা একান্ত অপরিহার্য।
৩। যে কোন স্থানে দারিদ্র সর্ব স্থানের উন্নতি বিধানের হুমকি স্বরূপ।
৪। দারিদ্রতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য শ্রমিক, মালিক, সরকার প্রতিনিধির সমন্বয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অত্যন্ত সচেতন। এ সম্পর্কে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ৩১টি কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে এবং নিষ্ঠার সাথে তা মেনে চলছে। এ প্রসংগে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শ্রম আইনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো ঃ-

১। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩
এটি একটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন। কোন শ্রমিক চাকুরীরত অবস্থায় শরীরে জখমপ্রাপ্ত হলে অথবা কোন প্রকার পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে নিয়োগকারীকে বিধান মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয়। দুর্ঘটনা অথবা পেশাগত ব্যাধির কারণে পঙ্গুত্বের জন্য সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণের বিধান এ আইনে রয়েছে।

২। মাতৃত্ব কল্যাণ আইন, ১৯৩৯
মহিলা শ্রমিকদের জন্য এটি একটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন। সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে মহিলাদের চাকুরী নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের জন্য মাতৃত্ব ছুটি ও কল্যাণ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে এ আইন প্রণীত হয়েছে। এ আইনের বিশেষ দিক হলো প্রত্যেক কর্মরত অন্তঃসত্ত্বা মহিলা প্রসবের পূর্বে ৬ সপ্তাহ এবং প্রসবের পর আরও ৬ সপ্তাহ মোট ১২ (বার) সপ্তাহ মাতৃত্ব কল্যাণ ভাতাসহ ছুটি পাবার অধিকারী।

৩। কারখানা আইন, ১৯৬৫
কলে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ, মহিলা ও শিশু শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি নিষেধ এবং অন্যান্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য এ আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইনে কারখানায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তামূলক ও কল্যাণমুখী বিধান সমূহ রয়েছে। এ ছাড়াও এতে আছে শ্রমিকের কাজের সময়, বিশ্রাম, সাপ্তাহিক ছুটি, অতিরিক্ত মজুরী, সবেতন অবকাশ ও ছুটি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী।

৪। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ আইন দ্বারা শ্রমিকের চাকুরীর শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ আইনে লেইড-অফ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের অধিকার, ছাঁটাই, চাকুরী হতে অপসারণ, ডিসচার্জ, চাকুরীর অবসান, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, অভিযোগ পদ্ধতি, ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

৫। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯
এ অধ্যাদেশে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার ও যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে চাকুরীর শর্তাবলী ও মজুরী সংক্রান্ত বিষয়াদি নিরূপণের বিধান রয়েছে। যৌথ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পার্টিসিপেশন কমিটি গঠন করারও বিধান রয়েছে। এ আইনে ১৯৮৫ সালে কতিপয় সংশোধনীর মাধ্যমে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার আরও সুদৃঢ়ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এ সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, কোন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যত্র বদলী করা যাবে না এবং প্রাক্তন শ্রমিকদেরকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হবার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধিকরণের জন্য আবেদন করার পর কোন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাকে নিবন্ধকের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চাকুরীর সুবিধাদি সংক্রান্ত শর্তাবলী খর্ব করা যাবে না। ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের নিবন্ধক শ্রম আদালতের অনুমতি ব্যতীত কোন ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করতে পারবেন না।

শিল্পে শান্তি ও অগ্রগতির স্বার্থে উপরোক্ত শ্রম আইনের বিধানসমূহ মেনে চলা শ্রমিক মালিক উভয়েরই যত্নবান হওয়া উচিৎ।

তাই মহান মে দিবসে কামনা করছি শিল্পে শান্তি ফিরে আসুক, উৎপাদন বৃদ্ধি পাক, শ্রমিক মালিকের সম্পর্কের উন্নতি হোক, শিল্প বাঁচুক, শ্রমিক বাঁচুক, শ্রমিক ও মালিকের অবস্থার উন্নতি হোক।

বাণী

আজ মহান মে দিবস। দুনিয়ার সকল মেহনতি মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি প্রকাশের দিন পহেলা মে। আমাদের জাতীয় জীবনে মহান মে দিবস এক গভীর তাৎপর্য বহন করে এনেছে। সংগ্রাম ও শপথের এই দিনে বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষের সুখ ও শান্তি বয়ে আনবে এ আমাদের কামনা। বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষের সাথে বাংলাদেশের মেহনতি মানুষও আজ বিরোচিত সংগ্রাম এবং আত্মাহুতি দানের ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে মহান মে দিবস পালন করছে। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে শ্রমিক বিপ্লব এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। শ্রমজীবী তথা দেশের সকল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। শান্তি, শৃঙ্খলা, কর্তব্যবোধ এবং নিরলস পরিশ্রম ব্যতীত কোন দেশ বা জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। মহান মে দিবস শ্রমজীবী তথা সকল মেহনতি মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যয় গ্রহণ করতে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে।

দেশের এবং বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে মহান মে দিবসে জানাই আমার অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া
মন্ত্রী
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থনৈতিক উন্নয়নে মে দিবসের গুরুত্ব

কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ
যুগ্ম শ্রম পরিচালক

একশত সাত বছর পূর্বে শিকাগো শহরের 'হে মার্কেটে'র মকরম্যাক রীপার ওয়ার্কস নামক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটী শ্রমিকদের রক্তদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল মহান মে-দিবস। সৃষ্টি হয়েছিল বিরামহীন শ্রমের বিরুদ্ধে শ্রমিক সমাজের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৮৯ সালের জুলাই মাসের ১৪ তারিখে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মে মাসের ১লা তারিখে মহান মে দিবস হিসাবে শ্রমজীবী মানুষের বিক্ষোভ দিবস পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন হতেই বিশ্বের প্রায় সব দেশে মে দিবস শ্রদ্ধার সাথে পালিত হয়ে আসছে। মে দিবস উদযাপন দুনিয়ার মেহনতি মানুষের মধ্যে এক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের জন্ম দিয়েছে।

মে দিবসের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। দৈনিক ৮ ঘন্টা কর্মকাল নির্দিষ্ট হওয়াতে উৎপাদন ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করলে শ্রমিকের স্বাস্থ্যহানী হয়, কর্মশক্তি হ্রাস পায়, একঘেয়েমী বৃদ্ধি পায়, কাজে মন বসেনা, উৎপাদন ব্যাহত হয়, উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান হ্রাস পায়, কাজে ফাঁকি দেবার প্রবনতা বৃদ্ধি পায়, শৃংখলার অবনতি ঘটে, ক্লান্ত শ্রমিক দুর্ঘটনার শিকার হয়, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে, দক্ষতা হ্রাস পায় এবং উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। দুর্ঘটনা ঘটলে মালিককে প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হয় কর্মদিবস নির্দিষ্ট হওয়াতে এসব অসুবিধা ও ঝুঁকি অনেকগুণে দূর হয়েছে এবং শ্রমিকের আত্মতৃপ্তি ও মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে একশত ষাটটি দেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যভুক্ত এবং এ সংস্থা ১৭২টি কনভেনশন প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ এই সংস্থার অন্যতম সদস্য এবং এ সংস্থার একত্রিশটি কনভেনশনের প্রতি বাংলাদেশ স্বীকৃতি প্রদান করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একত্রিশটি কনভেনশনের ভিত্তিতে বলিষ্ঠ, বাস্তব ধর্মী এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের আদর্শ সমুন্নত রেখে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু শ্রমনীতি প্রচলিত রয়েছে। শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক স্থাপন, উৎপাদনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প কারখানাগুলো যাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে এসব লক্ষ্য সামনে রেখে দেশে বিভিন্ন শ্রম আইন প্রণীত হয়েছে এবং বর্তমানে শিল্পে শান্তি এবং মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার্থে প্রচলিত শ্রম আইনগুলো সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের উদ্দেশ্যে ত্রিপক্ষীয় ভিত্তিতে শ্রম আইন কমিশন গঠন করা হয়েছে। শ্রম আইন কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক শ্রম আইন সংশোধিত হলে দেশের শ্রমজীবী মানুষের তথা-সমগ্র জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথ আরও উন্মুক্ত হবে। শ্রমিকদের আর্থিক সুবিধার জন্য দু'টি পর্ব বোনাস, গ্রাচুয়িটি, মহার্ঘ ভাতা, মজুরী বৃদ্ধি, কল্যাণ তহবিল, নিম্নতম মজুরী ইত্যাদি বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান, চিকিৎসাগার, শ্রমিক শিক্ষা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ, চিকিৎসা সুবিধা, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য নানাবিধ সুবিধা প্রদান করেছে। ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনে কোন শ্রমিক চাকুরীরত অবস্থায় জখমপ্রাপ্ত হলে বা পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে এ অক্ষমতার জন্য ১৩ হাজার টাকার স্থলে ৩০ হাজার টাকা পেয়ে থাকে এবং মৃত্যুবরণ করলে ৯ হাজার টাকার স্থলে ২১ হাজার টাকা পেয়ে থাকে। এ ছাড়া যে সব শ্রমিকের মজুরী/বেতন ১৫ শত টাকা পর্যন্ত ছিল তারা এ আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ পেত। বর্তমানে ১৫ শত টাকার স্থলে ৩ হাজার টাকা মজুরী/বেতন পর্যন্ত শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকে। ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন করে শ্রমিকদের জন্য আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। চাকুরীর অবসানজনিত ক্ষতিপূরণ প্রতি বছরের জন্য ১৪ দিনের স্থলে ৩০ দিন এবং ৯০ দিনের নোটিশের পরিবর্তে ১২০ দিন এবং অন্যান্য শ্রমিকের জন্য ৪৫ দিনের পরিবর্তে ৬০ দিনের নোটিশের পূর্ণ মজুরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্বে একজন বরখাস্তকৃত শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ডে তার নিজস্ব প্রদত্ত অংশ কেবল ফেরত পেত। বর্তমানে অপরাধের জন্য বরখাস্তকৃত শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিধিতে উল্লেখ থাকলে প্রভিডেন্ট ফান্ডে মালিকের প্রদত্ত চাঁদাসহ ফান্ডের সুবিধা পাবার অধিকারী হয়েছে। ছাঁটাই এর ক্ষেত্রে প্রতি এক বছর বা ৬ মাসের অধিক সময় চাকুরীর জন্য ১৪ দিনের বেতন পেত। বর্তমানে ছাঁটাইকৃত শ্রমিককে ৩০ দিনের বেতন দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তেমনি ভাবে অপসারণ বা ডিসচার্জের ক্ষেত্রে ১৪ দিনের স্থলে ৩০ দিনের মজুরী দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসদাচরনের জন্য অথবা কোর্ট কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত শ্রমিককে পূর্বে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হতো না।

বর্তমানে এরূপ শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী হয়েছে। এরূপ শ্রমিক প্রতি এক বছর চাকুরীর জন্য ১৪ দিনের মজুরী ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেয়ে থাকে। তেমনি ভাবে কোম্পানী মুনাফা (শ্রমিক অংশীদারিত্ব) অধ্যাদেশের আওতায় মুনাফার শতকরা ২½ ভাগ শ্রমিকদের দেওয়া হতো বর্তমানে মুনাফার শতকরা ৫ ভাগ শ্রমিকদেরকে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ সংশোধনীর মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার আরও সুদৃঢ় করা হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশনের জন্য কোন ইউনিয়ন রেজিষ্টারের নিকট আবেদন করলে, কোন মালিক রেজিষ্টারের অনুমতি ব্যতীত চাকুরীর সুবিধাদি সংক্রান্ত শর্তাবলী খর্ব করতে পারে না। তেমনিভাবে শ্রম আদালতের অনুমতি ব্যতীত রেজিষ্ট্রার কোন ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করতে পারে না। ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দুইজন মুখ্যব্যক্তি। এ দুই ব্যক্তিকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও বদলী করা যাবে না নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া প্রাক্তন শ্রমিকদেরকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হবার সুযোগ পূর্বে ছিল না। বর্তমানে প্রাক্তন শ্রমিককেও ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া ও সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক সহজতর হয়েছে। তবে সকল সমস্যা বা দাবী পূরণ হয়েছে বলা যায় না। কারণ দাবী বা সমস্যার পরিসীমা নেই। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন দাবী বা সমস্যা উঠতে পারে। এসব দাবী বা সমস্যা কোন দেশেই হঠাৎ করে সমাধান হয় না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে সমস্যা নিরসন হয়ে থাকে। এজন্য প্রয়োজন ধৈর্য্য, সহনশীলতা, পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, নিষ্ঠার সাথে শ্রম এবং সহঅবস্থানের মনমানসিকতা।

শ্রমিক ও মালিকের উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন হওয়া উচিত। শিল্পে শান্তি রক্ষা করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। শিল্পে শান্তি বিঘ্নিত হলে উৎপাদন হ্রাস পায়, সময়ের অপচয় ঘটে, আর্থিক ক্ষতি হয় এবং উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি হয়। সুতরাং রাষ্ট্র-তথা-আপামর জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য শিল্প ব্যবস্থাপনায় সুসামঞ্জস্য আনয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। শ্রমিক-মালিক ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকলকে তাদের দায়ীত্ব এমনভাবে পালন করা প্রয়োজন যাতে দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষও ক্রেতা সাধারণকে ভর্তুকী ও লোকশানের সর্বশেষ বোঝা বহন করতে না হয়।

মহান মে-দিবস আমাদেরকে কি শিক্ষা দিচ্ছে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ধৈর্য্য, সহনশীলতা, প্রত্যয়, ঐক্য, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, ঐকান্তিকতা, আত্মত্যাগ, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার আদর্শ মে দিবস দিয়ে থাকে। মে দিবসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের প্রতিটি মানুষ বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষ দেশপ্রেমের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলে মে দিবস উদ্‌যাপনের স্বার্থকতা আসবে।

আমরা দেখতে পাই শিকাগোর ঘটনা আমেরিকার অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করেনি। এক সময়ে ইউরোপের উদরে আমেরিকার অর্থনীতি জন্মলাভ করেছিল, আজ সে অর্থনীতি ইউরোপের অর্থনীতিকে অতিক্রম করে গেছে। মে দিবসের ঘটনা আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে একতা, সংহতি, গতিশীলতা এবং দায়িত্ববোধের প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। তারা জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করেনি বরং তারা শিল্প বিকাশ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংঘাত কোন নতুন বিষয় নয়। পুঁজি ও শ্রম ব্যতীত উৎপাদন প্রক্রিয়া চলতে পারে

See Page 2

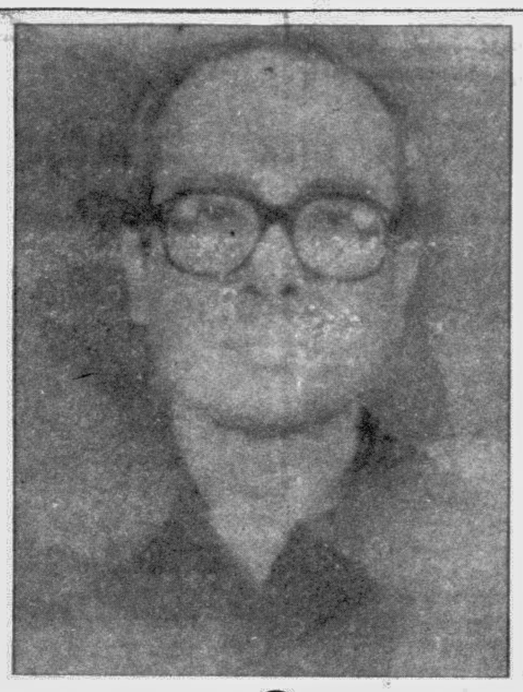

বাণী

আজ হতে একশত সাত বছর পূর্বে পহেলা মে শ্রমজীবী মানুষ তাঁদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। এ দিনে তাঁরা আত্মত্যাগের মাধ্যমে বিশ্বের শ্রমিক সমাজের মধ্যে এক ঐক্য বন্ধন সৃষ্টি করে চিরন্তন অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছেন। বিশ্বের সকল দেশে মেহনতী মানুষের সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শান্তি, শৃঙ্খলা, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আই, এল, ও কর্তৃক প্রণীত ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতার নীতিকে সরকার পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে এবং এরই ফলশ্রুতিতে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের জন্য বিদ্যমান আইনের সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্ধন এবং নতুন আইন প্রণয়ন এর কাজ গঠনমূলক ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালার মধ্যে এ পরিষদ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের দিন এ মহান মে দিবস।

এ মহান মে দিবসে শ্রমজীবী তথা সকল মেহনতি মানুষকে আমি অভিনন্দন জানাই। আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির শপথ গ্রহণ করি।

ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফরিদ
সচিব
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার